দৈনিক ইত্তেফাক

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

ঢাকা : রবিবার, ২৪ ফাল্গুন ১৪১৫
SUNDAY 8 MARCH 2009

নারীর অধিকার ও মর্যাদা

■ ইয়াসমীন আরা লেখা ■

৮ মার্চ-আন্তর্জাতিক নারী দিবস। কিন্তু সৃষ্টি জগতে নারী কোনো দিবস বা সময়ের ঘেরাটোপে আবদ্ধ নয়। তারপরও পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে নারীদের গুরুত্ব মনে করিয়ে দেবার জন্য এই দিবস। নারী অধিকার সম্পর্কে সমাজকে জানিয়ে দেয়ার জন্য এই দিবসের সূচনা। আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিষ্ঠা ও পালনের যে ইতিহাস রয়েছে তা থেকে জানা যায়, ১৯০৯ সালের দিকে আমেরিকার সমাজবাদিদের ঘোষণা অনুযায়ী ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম জাতীয় নারী দিবস পালিত হয়। তারপর নারীর অধিকার, স্বাধীনতা, মূল্যায়ন এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ১৭টি দেশের শতাধিক মহিলার অংশগ্রহণে ১৯১০ সালে সমাজবিদরা কোপেনহেগেনে একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিকভাবে নারী দিবসকে প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। পরের বছর ১৯১১ সালের কোপেনহেগেনের সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ প্রথমবারের মত অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানী এবং সুইজারল্যান্ডে ১৯ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে র‍্যালিতে ১০ লাখের বেশি নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেছিলো। এই র‍্যালি পুলিশের বাঁধার মুখে পড়ে। এক পর্যায়ে পুলিশের আঘাতে নারীদের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রবিবার নারী দিবস হিসেবে উদযাপিত হতে থাকে। এরপর ১৯১৭ সালের ৮ মার্চ রাশিয়ান মহিলাদের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রচণ্ড বিক্ষোভের এক পর্যায়ে তৎকালীন নেতারা মহিলাদের ভোটাধিকার দিতে বাধ্য হয়। ২৮ বছর পর ১৯৪৫ সালে সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসংঘ মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে 'জেন্ডার ইকুয়েলিটি' নামক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। সেই থেকে প্রতি বছর ৮ মার্চ জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য দেশ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে আসছে। পাশাপাশি অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পিছনে যে সব মহীয়সী নারীর অবদান অনস্বীকার্য তারা হলেন মেরী গোলান, নেল জনস, মেরী রাইট, ইভা বেকন, ভেরা বেকন, ফিলিপ জনসন প্রমুখ। তাদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। জাতিসংঘ দ্বারা স্বীকৃত এ দিনটি অনেক দেশে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন দেশের নারীরা জাতিগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত দিক থেকে আলাদা হলেও এ দিনটিকে তারা অন্তরে ধারণ করে এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা সংগ্রামে এদিনে তারা আরো প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস হলো এমন একটি দিন, যা নারী উন্নয়নের কথা বলে, পরিবর্তনের কথা বলে, সাধারণ নারীদের সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের কথা বলে।

নারীর 'অগ্রযাত্রায় বিশ্বব্যাপী আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ডের বয়স ৬৪ হলেও প্রায় ১৬১ বছর আগে নারী আন্দোলনের সূচনার কথা আমরা জানতে পারি। কিন্তু এতসব আন্দোলনের ফল নারীদের কতটা এগোতে সহযোগিতা করেছে সে হিসেব মেলানো দরকার। একজন নারী তার প্রিয় মানুষের জন্য যতটা ত্যাগ করে একজন পুরুষের পক্ষে কি তা সম্ভব? কৈশোরে পিতা, ভাই বা পরিবারের সদস্যদের জন্য কিশোরীর যে মমত্ব তার কি কোনো তুলনা চলে? পরবর্তী জীবনে প্রিয়জন স্বামী,সন্তান ও শ্বশুরবাড়ির মানুষের প্রতি যে দায়িত্ব পালন করে থাকে প্রতিটি নারী, তা শুধু অপার ভালোবাসার কারণেই সম্ভব। আর সেজন্যই আমাদের জাতীয় কবির কবিতার ধ্বনিত হয়েছে-'জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অত্যাচার/ মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান'। কিন্তু কবির এ কালজয়ী স্তবক আমাদের সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কতটা ভূমিকা রাখছে? অফিস-আদালতে পুরুষের পাশে যে নারী সহকর্মী রয়েছে তার প্রতি কি যথাযথ আচরণ করা হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে? চাকরি ক্ষেত্রে কি সামগ্রিকভাবে নারী সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে? পথে-ঘাটে যে নারীটিকে চলতে হয় নানা কারণে সেই নারীটি কি নির্ভয়ে চলতে পারছেন? পুরুষের তীর্যক বা কটু মন্তব্য থেকে নারীরা কি মুক্তি পেয়েছে? সংসার জীবনের সকল ক্ষেত্রে কি নারী সমঅধিকার পাচ্ছে? পুরুষের অযাচিত দৃষ্টিবাণ থেকে কি রক্ষা পাচ্ছে সাধ্বী নারীটি? শুধু তাই নয়, আজো আমাদের দেশের যাত্রীবাহী বাস বা অন্যান্য পরিবহনে নারীরা বসে নির্বিঘ্নে ভ্রমণের সুযোগ পান না। কিছুদিন যাবৎ পরিবহনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়ানো হলেও পুরুষ যাত্রীদের অনেকেই তা আমলে নেন না। বিগত দিনগুলোতে নারীদের যে জাগরণ ঘটেছে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেক্ষেত্রে যে পরিমাণ পুরুষের অংশগ্রহণ কাম্য ছিলো তা হয় নি। অথচ পুরুষদের প্রতিটি আবেগ-অনুভূতি, বিশ্বাস ও কর্মে বিশ্বস্ত থেকে প্রতিটি নারী পুরুষকে কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌছে দিতে সহায়তা করছেন। কবি বলেছেন 'পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ/ কামিনী এনেছে যামিনী শান্তি সমীরণ বারিবহ'। আমার বিশ্বাস দেশের প্রতিটি ঘরের প্রত্যেক পুরুষ যদি নারীর পাশাপাশি এসে দাঁড়ান পরম মমতা ও শ্রদ্ধায়, তাহলে আমাদের দেশ আরো দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাবে। কারণ দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক এখন নারী। সেই নারীদের অবজ্ঞা করে বা সুযোগ বঞ্চিত করে সমাজ বা রাষ্ট্র এগোতে পারবে না। পৃথিবী আজ যতটা আধুনিক, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও তথ্য জগতে যে ব্যাপক বিস্তৃতি এসেছে তার সঙ্গে আমাদের তাল মেলাতে হলে কর্মক্ষমতা বাড়াতে হবে, কাজের পরিধি বাড়াতে হবে, সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং নারী-পুরুষকে একযোগে কাজ করতে হবে। আর সেজন্য চাই নারীদের নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করা। দেশের নারী সমাজ পুরুষের পাশাপাশি থেকে বাধাহীন পরিবেশে কাজ করতে পারলে এদেশের দাঁড়াতে যে বেশি সময় লাগবে না সেটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ প্রগতিশীল অন্যান্য রাজনৈতিক দল নারীর ক্ষমতায়নসহ কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা, কর্মবান্ধব পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতসহ নারীসমাজের উন্নয়নে তাদের ইশতেহার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পূরণ হলে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা অনেকদূর এগোবে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোসহ বিভিন্ন স্তরে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস গত কয়েকবছর যাবৎ যেভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রে দেখা যাচ্ছে সে তুলনায় সমাজের সকল পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন আসেনি। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই পরিবর্তনের। সমাজের সকল স্তরের পুরুষদের মানসিকতায় নারীর জন্য ইতিবাচক মনোভাব যত বিস্তৃত হবে সরকার ও রাষ্ট্র তত দ্রুততার সঙ্গে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

সমাজের সকল স্তরে নারী অধিকার সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব জাগাতে প্রয়োজন সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রয়োগপযোগী শিক্ষা। মনে রাখতে হবে ধর্মসহ কোনো শিক্ষাই নারী অধিকার বিরোধী নয়। আর নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। সবশেষে আবারো কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা দিয়ে বলতে চাই- 'এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল ফলিয়াছে যত ফল/ নারী দিল তাহে রূপ রস মধু গন্ধ সুনির্মল'। তাই নারীর অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে নারীকে দিতে হবে তার যোগ্য সম্মান। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজের প্রতিটি পুরুষকে এগিয়ে আসতে হবে যার যার অবস্থান থেকে। মনে রাখতে হবে 'জ্ঞানের লক্ষী গানের লক্ষী শস্য লক্ষী নারী/ সুষমা লক্ষী নারীই ফিরেছে রূপে রূপে সঞ্চারী'। বহুমাত্রিক রূপের নারী আছে বলেই পৃথিবী আজো এতো সুন্দর। মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা রূপে পুরুষের জীবনে নারীর যে প্রভাব ও বিস্তৃতি তা কি অস্বীকার করা সম্ভব নয়। নারী ও পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। নারী পুরুষ মিলে একত্রিত হয়ে তৈরি করতে পারে সুন্দরের বসতবাড়ি। তাই সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্য অন্ততপক্ষে আজ থেকে শুরু করি নারীদের যোগ্য সম্মান, স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা প্রদানের প্রক্রিয়া। আর নারী-পুরুষ মিলে সমস্বরে বলি 'আমরা করবো জয় নিশ্চয়'।

[লেখক: ডীন, শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা অনুষদ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।]